চতুস্ত্রিংশতি অধ্যায়

নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে এক সর্পের কবল থেকে রক্ষা করে আঙ্গিরস ঋষি দ্বারা শাপগ্রস্ত সুদর্শন নামক এক বিদ্যাধরকে উদ্ধার করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ তাঁদের পরিবারকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে শিব পূজার জন্য অম্বিকাবনে গমন করলেন। সরস্বতী নদীতে স্নান করে বিষ্ণুবিগ্রহ ভগবান সদাশিবকে পূজা করে তাঁরা সেই রাত্রিটি বনে অতিবাহিত করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়ার পর এক ক্ষুধার্ত সর্প এসে নন্দ মহারাজকে গলাধঃকরণ করতে শুরু করল। আতঙ্কিত নন্দ মহারাজ বিপর্যস্ত হয়ে চিৎকার করলেন—"হে কৃষ্ণ! হে তাত! শরণাগত জনকে রক্ষা কর"। গোপগণ তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে মশাল দিয়ে সাপটিকে আঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও সাপটি নন্দ মহারাজকে ছাড়ল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁর পাদপদ্ম দ্বারা সাপটির দেহ স্পর্শ করতেই তৎক্ষণাৎ সাপটি তাঁর সরীসৃপ দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেবতারূপ স্বীয় মূল দেহে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁদের তাঁর পূর্ব-পরিচয় জ্ঞাপন করে বললেন যে, কিভাবে তিনি ঋষিগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করে ভগবানের নির্দেশে তাঁর নিজ আলয়ে গমন করলেন।

এরপর একদিন দোল পূর্ণিমার উৎসবের সময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজযুবতীগণের সঙ্গে বনে লীলা উপভোগ করছিলেন। বলদেবের সখীগণ ও কৃষ্ণের সখীগণ সকলে একত্রে তাঁদের দিব্য গুণগান করছিলেন। যখন কৃষ্ণ ও বলরাম দু'জনেই গানে বিভোর হয়ে উঠলেন, সেই সময় শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য নিঃশঙ্কচিত্তে সেখানে এসে গোপীদের অপহরণ করতে শুরু করল। গোপীরা চিৎকার করে উঠলেন, "হে কৃষ্ণ! আমাদের রক্ষা কর!" কৃষ্ণ ও বলরাম শঙ্খচূড়ের পেছনে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণ গোপীদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না!" ভগবানের ভয়ে ভীত হয়ে শঙ্খচূড় গোপীদের পরিত্যাগ করে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করল। কিন্তু কৃষ্ণ তখনও তার পেছনে ধাবিত হয়ে অত্যন্ত দ্রুত তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর একটি মুষ্টির আঘাতে শঙ্খচূড়ের মণির সঙ্গে তার মস্তকটিও হরণ করলেন। এরপর কৃষ্ণ রত্নটি বলদেবের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে তা অর্পণ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ ।
অনোভিরনড়ুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—কোন এক সময়ে; **দেব**—মহাদেব (শিব পূজার জন্য); **যাত্রায়াম্**—ভ্রমণে; **গোপালাঃ**—গোপগণ; **জাত-কৌতুকাঃ**—আগ্রহান্বিত হয়ে; **অনোভিঃ**—শকটে; **অনড়ুদ্**—বৃষ; **যুক্তৈঃ**—সংযোজিত করে; **প্রযযুঃ**—যাত্রা করেছিলেন; **তে**—তাঁরা; **অম্বিকা-বনম্**—অম্বিকা বনে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন গোপগণ শিবপূজার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করে অম্বিকা বনে যাত্রা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুযায়ী, এখানে *একদা* শব্দটি দ্বারা শিবরাত্রির উৎসবকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অম্বিকাবনটি গুজরাত প্রদেশে সিদ্ধপুর নগরীর নিকট অবস্থিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও যোগ করেছেন যে, নির্দিষ্টভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন গোপগণ যাত্রা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন যে, মথুরার উত্তর-পশ্চিম দিকে সরস্বতী নদীর তীরে অম্বিকাবন রয়েছে। বনের ভিতরে শ্রীশিব ও তাঁর পত্নী দেবী উমার বিগ্রহের জন্য অম্বিকাবন বিখ্যাত।

শ্লোক ২

তত্রা স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্ ।
আনর্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীং চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥ ২ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীতে; **দেবম্**—দেব; **পশু-পতিম্**—শিব; **বিভুম্**—শক্তিমান; **আনর্চুঃ**—তাঁরা পূজা করলেন; **অর্হণৈঃ**—নানা উপচারে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির সঙ্গে; **দেবীম্**—দেবী; **চ**—এবং; **নৃপতে**—হে রাজন; **অম্বিকাম্**—অম্বিকা।

অনুবাদ

হে রাজন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করলেন এবং ভক্তিসহকারে নানা উপচারে শক্তিমান পশুপতিদেব ও তাঁর পত্নী দেবী অম্বিকার পূজা করলেন।

শ্লোক ৩

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৩ ॥

গাবঃ—গাভী; হিরণ্যম্—স্বর্ণ; বাসাংসি—বস্ত্র; মধু—মধুর স্বাদযুক্ত; মধু—মধু মিশ্রিত; অন্নম্—অন্ন; আদৃতাঃ—শ্রদ্ধার সঙ্গে; ব্রাহ্মণেভ্যঃ—ব্রাহ্মণদের; দদুঃ—তাঁরা প্রদান করলেন; সর্বে—তাঁদের সকলকে; দেবঃ—মহাদেব; নঃ—আমাদের প্রতি; প্রীয়তাম্—প্রসন্ন হোন; ইতি—এইভাবে প্রার্থনা করলেন।

অনুবাদ

গোপগণ ব্রাহ্মণদের গাভী, স্বর্ণ, বস্ত্র ও মধুমিশ্রিত অন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তাঁরা "মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন" বলে প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৪

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

ঊষুঃ—তাঁরা অবস্থান করলেন; সরস্বতী-তীরে—সরস্বতী নদীর তীরে; জলম্—জল; প্রাশ্য—পান করে, উপবাসী ছিলেন; যত-ব্রতাঃ—কঠোরভাবে তাঁদের ব্রত পালন করে; রজনীম্—রাত্রি; তাম্—সেই; মহা-ভাগাঃ—মহা-ভাগ্যবানগণ; নন্দ-সুনন্দক-আদয়ঃ—নন্দ, সুনন্দ ও অন্যান্য গোপগণ।

অনুবাদ

নন্দ, সনন্দ ও অন্যান্য মহাভাগ্যবান গোপগণ সেই রাত্রিটি কঠোরভাবে তাঁদের ব্রত পালন করে সরস্বতী তীরে অবস্থান করলেন। তাঁরা জল মাত্র পান করে উপবাসী ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, সুনন্দ হচ্ছেন নন্দ মহারাজের ছোট ভাই।

শ্লোক ৫

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥ ৫ ॥

কশ্চিৎ—কোন এক; মহান—মহা; অহিঃ—সর্প; তস্মিন্—সেই; বিপিনে—বন মধ্যে; অতি-বুভুক্ষিতঃ—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; যদৃচ্ছয়া—অকস্মাৎ; আগতাঃ—উপস্থিত হল; নন্দম্—নন্দ মহারাজ; শয়ানম্—ঘুমন্ত; উরগঃ—উদর দ্বারা গমনকারী; অগ্রসীৎ—গ্রাস করতে শুরু করল।

অনুবাদ

সেই রাত্রিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এক মহাসর্প সেই ঘন বনে অকস্মাৎ উপস্থিত হল। উদরে ভর দিয়ে পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে এসে সেই সর্প নন্দ-মহারাজকে গ্রাস করতে শুরু করল।

শ্লোক ৬

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্ ।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি, নন্দ মহারাজ; চুক্রোশ—চিৎকার করলেন; অহিনা—সর্প দ্বারা; গ্রস্তঃ—গ্রস্ত; কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; মহান্—বৃহৎ; অয়ম্—এই; সর্পঃ—সর্প; মাম্—আমাকে; গ্রসতে—গ্রাস করছে; তাত—হে পুত্র; প্রপন্নম্—শরণাগত; পরিমোচয়—রক্ষা কর।

অনুবাদ

সর্পগ্রস্ত নন্দ মহারাজ চিৎকার করলেন, "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করছে! আমি তোমার প্রতি শরণাগত—আমাকে রক্ষা কর।"

শ্লোক ৭

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধ্যুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর; চ—এবং; আক্রন্দিতম্—ক্রন্দন; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; গোপালাঃ—গোপগণ; সহসা—তৎক্ষণাৎ; উত্থিতাঃ—গাত্রোত্থান করে; গ্রস্তম্—সর্পগ্রস্ত; চ—এবং; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; বিভ্রান্তাঃ—উদ্বিগ্ন হয়ে; সর্পম্—সর্প; বিব্যধুঃ—তাঁরা প্রহার করলেন; উল্মুকৈঃ—জ্বলন্ত মশাল দ্বারা।

অনুবাদ

নন্দের আর্তনাদ শ্রবণ করে গোপগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে নন্দ মহারাজকে সর্পগ্রস্ত দর্শন করে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্বলন্ত মশাল দ্বারা সর্পকে প্রহার করলেন।

শ্লোক ৮

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥

অলাতৈঃ—জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা; দহ্যমানঃ—দগ্ধ হয়ে; অপি—তথাপিও; ন অমুঞ্চৎ—পরিত্যাগ করল না; তম্—তাঁকে; উরঙ্গমঃ—সর্প; তম্—সেই সর্প; অস্পৃশৎ—স্পর্শ করলেন; পদা—তাঁর পাদ দ্বারা; অভ্যেত্য—আগমন করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সাত্বতাম্—ভক্তগণের; পতিঃ—পালক।

অনুবাদ

জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দগ্ধ হয়েও সর্প নন্দ মহারাজকে পরিত্যাগ করল না। তখন ভক্তগণপালক পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ঘটনাস্থলে আগমন করে সর্পটিকে তাঁর পাদ দ্বারা স্পর্শ করলেন।

শ্লোক ৯

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—সে (সর্পটি); বৈ—বাস্তবিক; ভগবতঃ—পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; শ্রীমৎ—দিব্য; পাদ-স্পর্শ—পাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা; হত-অশুভঃ—পাপ জীবনের সমস্ত ফল থেকে মুক্ত; ভেজে—লাভ করল; সর্প-বপুঃ—সাপের শরীর; হিত্বা—ত্যাগ করে; রূপম্—সৌন্দর্য; বিদ্যাধর-অর্চিতম্—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসী দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে, তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হল। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ ত্যাগ করে, সুন্দর বিদ্যাধর দেবতার দেহ প্রাপ্ত হল।

তাৎপর্য

রূপম্ বিদ্যাধরার্চিতম্ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পূর্ব-দেহ সর্পটি বিদ্যাধর নামক দেবতাদের মধ্যে পূজ্য-সুন্দর দেহে আবির্ভূত হয়েছিল। পরোক্ষভাবে, সে বিদ্যাধরগণের নেতারূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্ ।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁকে; অপৃচ্ছৎ—জিজ্ঞাসা করলেন; হৃষীকেশঃ—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; প্রণতম্—প্রণত; সমবস্থিতম্—তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান; দীপ্যমানেন—সমুজ্জ্বল; বপুষা—দেহধারী; পুরুষম্—পুরুষ; হেম—সুবর্ণ; মালিনম্—মাল্য অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

অতঃপর পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ তাঁর সম্মুখে প্রণতরূপে দণ্ডায়মান সেই সুবর্ণমাল্য অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বল দেহধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

সেই দেবতা কথা বলতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর সম্মুখে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান সেই সম্মানিত বিদ্যাধরকে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥ ১১ ॥

কঃ—কে; ভবান্—আপনি; পরয়া—পরম; লক্ষ্ম্যা—সৌন্দর্যে; রোচতে—শোভমান; অদ্ভুত—অপূর্ব; দর্শনঃ—দর্শন; কথম্—কেন; জুগুপ্সিতাম্—ভয়ঙ্কর; এতাম্—এই; গতিম্—গতি; বা—এবং; প্রাপিতঃ—ধারণে; অবশঃ—বাধ্য করল।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] প্রিয় মহাশয়, পরম সৌন্দর্যে শোভমান, অপূর্ব-দর্শন আপনি কে? আর কে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর সর্পদেহ ধারণে বাধ্য করল?

শ্লোক ১২-১৩

সর্প উবাচ

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥
ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥ ১৩ ॥

সর্পঃ উবাচ—সর্প বললেন; **অহম্**—আমি; **বিদ্যাধরঃ**—একজন বিদ্যাধর; **কশ্চিৎ**—কোন এক সময়ে; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতঃ**—সুপরিচিত; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **স্বরূপ**—নিজ রূপে; **সম্পত্ত্যা**—সম্পত্তি; **বিমানেন**—আমার বিমানযোগে; **আচরন্**—ভ্রমণ করছিলাম; **দিশঃ**—চতুর্দিকে; **ঋষীন্**—ঋষিদের; **বিরূপ**—বিকৃত রূপ; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরা মুনির শিষ্য পরম্পরায়; **প্রাহসম্**—আমি উপহাস করেছিলাম; **রূপ**—রূপে; **দর্পিতঃ**—গর্ববশত; **তৈঃ**—তাদের; **ইমাম্**—এই; **প্রাপিতঃ**—ধারণ করিয়েছিলেন; **যোনিম্**—জন্ম; **প্রলব্ধৈঃ**—যে হাস্য করেছিল; **স্বেন**—আমার নিজ কারণে; **পাপ্মনা**—পাপ কর্ম।

অনুবাদ

সর্প বললেন—আমি সুদর্শন নামে সুপরিচিত একজন বিদ্যাধর। রূপ-ঐশ্বর্য বিশিষ্ট আমি, আমার বিমানযোগে চতুর্দিকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতাম। একবার আমি অঙ্গিরা মুনির গোত্র জাত কয়েকজন বিকৃতরূপ ঋষিদের দর্শন করে নিজ-রূপ-গর্ব-বশত উপহাস করেছিলাম আর আমার সেই পাপের জন্য তাঁরা আমাকে এই নীচ দেহ ধারণ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥ ১৪ ॥

শাপঃ—অভিশাপ; **মে**—আমার; **অনুগ্রহায়**—মঙ্গলের জন্য; **এব**—অবশ্যই; **কৃতঃ**—প্রদান করেছিলেন; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **করুণা-আত্মভিঃ**—স্বভাবত করুণাময়; **যৎ**—যেহেতু; **অহম্**—আমি; **লোক**—জগতের; **গুরুণা**—গুরুদেবের দ্বারা; **পদা**—পাদ; **স্পৃষ্টঃ**—স্পর্শে; **হত**—বিনাশ হল; **অশুভঃ**—সকল পাপের।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে সেই পরম করুণাময় ঋষিগণ আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন, কারণ এখন আমি সমস্ত জগতের পরম গুরুদেবের পাদস্পর্শে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়েছি।

শ্লোক ১৫

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্ ।
আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥ ১৫ ॥

তম্—সেই একই পুরুষ; **ত্বা**—আপনি; **অহম্**—আমি; **ভব**—জাগতিক; **ভীতানাম্**—ভীতজন; **প্রপন্নানাম্**—শরণাগত; **ভয়-অপহম্**—ভয়নাশন; **আপৃচ্ছে**—আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি; **শাপ**—অভিশাপ হতে; **নির্মুক্তঃ**—মুক্ত; **পাদ-স্পর্শাৎ**—আপনার পাদস্পর্শের দ্বারা; **অমীবহন্**—হে দুঃখনাশন।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি আপনার শরণাগতজনের ভবভীতির ভয়নাশন। আপনার পাদস্পর্শের দ্বারা আমি এখন ঋষিগণের অভিশাপমুক্ত। হে দুঃখনাশন, আমাকে আমার গ্রহে ফিরে যেতে অনুমতি করুন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, *অপৃচ্ছে* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, সুদর্শন তার আলয়ে ফিরে যাবার জন্য বিনীতভাবে ভগবানের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, যেখানে ফিরে গিয়ে সে আবার তার কর্তব্য অবশ্যই মার্জিত হৃদয়ে পালন করবে।

শ্লোক ১৬

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্মহাপুরুষ সৎপতে ।
অনুজানীহি মাং দেব সর্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

প্রপন্নঃ—শরণাগত; **অস্মি**—আমি; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগি; **মহা-পুরুষ**—হে মহাপুরুষ; **সৎ-পতে**—হে ভক্তগণের পতি; **অনুজানীহি**—অনুমতি প্রদান করুন; **মাম্**—আমাকে; **দেব**—হে ভগবান; **সর্ব**—সমস্ত; **লোক**—জগতের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাদেরও; **ঈশ্বর**—হে পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে মহাযোগিন, হে মহাপুরুষ, হে সৎ-পতে, আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। হে সর্বলোকেশ্বরেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণদের; **দণ্ডাৎ**—দণ্ড থেকে; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **অহম্**—আমি; **সদ্যঃ**—মাত্রই; **তে**—আপনাকে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **দর্শনাৎ**—দর্শন; **যৎ**—যাঁর; **নাম**—

নাম; গৃহ্ণন্—কীর্তন করেন; অখিলান্—সকল; শ্রোতৃন্—শ্রবণকারী; আত্মানম্—নিজে; এব—প্রকৃতপক্ষে; চ—ও; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুণাতি—পবিত্র করেন; কিম্ ভূয়ঃ—তা হলে আরো কত; তস্য—তাঁর; স্পৃষ্টঃ—স্পর্শ; পদা—পাদ; হি—বস্তুত; তে—আপনার।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করা মাত্রই ব্রাহ্মণগণের দণ্ড হতে মুক্ত হয়েছি। যিনি আপনার নাম কীর্তন করেন, তিনি নিজেকে ও সেইসঙ্গে সেই কীর্তন শ্রবণকারীকেও পবিত্র করেন। তা হলে আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের স্পর্শ আরো কত মঙ্গলময়?

শ্লোক ১৮

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; অনুজ্ঞাপ্য—অনুমতি গ্রহণ করে; দাশার্হম্—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করলেন; অভিবন্দ্য—প্রণাম নিবেদন করলেন; চ—এবং; সুদর্শনঃ—সুদর্শন; দিবম্—স্বর্গলোকে; যাতঃ—গমন করলেন; কৃচ্ছ্রাৎ—বিপদ থেকে; নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; চ—ও; মোচিতঃ—উদ্ধার পেলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে সেই দেবতা সুদর্শন তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন, অবনত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তারপর তাঁর স্বর্গের আলয়ে ফিরে গেলেন। নন্দ মহারাজও তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

শ্লোক ১৯

নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপায়যুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

নিশাম্য—দর্শন করে; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; তৎ—সেই; আত্ম—নিজ; বৈভবম্—ক্ষমতার ঐশ্বর্য প্রদর্শন; ব্রজ-ওকসঃ—ব্রজবাসীগণ; বিস্মিত—বিস্মিত; চেতসঃ—চিত্তে; ততঃ—তখন; সমাপ্য—সম্পূর্ণ করে; তস্মিন্—সেই স্থানে;

নিয়মম্—তাঁদের ব্রত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ব্রজম্**—ব্রজে; **নৃপ**—হে রাজন; **আযযুঃ**—তাঁরা ফিরে গেলেন; **তৎ**—সেই বৈভব; **কথয়ন্তঃ**—বর্ণনা করতে করতে; **আদৃতাঃ**—সাদরে।

অনুবাদ

ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্ম বৈভব দর্শন করে বিস্মিত হলেন। হে রাজন, তাঁরা তখন তাঁদের শিব আরাধনা সম্পূর্ণ করে সাদরে কৃষ্ণ বৈভব বর্ণনা করতে করতে ব্রজে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২০

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ২০ ॥

কদাচিৎ—কোন এক উৎসবে; **অথ**—তারপর; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অদ্ভুত**—অপূর্ব; **বিক্রমঃ**—বিক্রম; **বিজহ্রতুঃ**—তাঁরা দুজনে বিহার করছিলেন; **বনে**—বনে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রিকালে; **মধ্যগৌ**—মধ্যে; **ব্রজ-যোষিতাম্**—ব্রজনারীগণের।

অনুবাদ

কোন একদিন অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজনারীগণ সঙ্গে রাত্রিকালে বনে বিহার করছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এক নতুন লীলা শুরু হল। আচার্যগণের মতানুসারে এখানে যে উৎসবের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিল হোলিকা-পূর্ণিমা, যা গৌর পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

শ্লোক ২১

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ২১ ॥

উপগীয়মানৌ—তাঁদের মহিমা গান করছিলেন; **ললিতম্**—মধুরভাবে; **স্ত্রী-জনৈঃ**—নারীদের দ্বারা; **বদ্ধ**—আবদ্ধ; **সৌহৃদৈঃ**—তাঁদের প্রীতিতে; **সু-অলঙ্কৃত**—সুন্দরভাবে শোভিত; **অনুলিপ্ত**—চন্দন দ্বারা লিপ্ত; **অঙ্গৌ**—অঙ্গ; **স্রক্-বিনৌ**—ফুলের মালা পরিহিত; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরৌ**—যাঁর বসন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম ফুলের মালা ও নির্মল বসন পরিধান করেছিলেন এবং তাঁদের অঙ্গ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ও চন্দন দ্বারা লিপ্ত ছিল। গোপীগণ তাঁদের প্রতি প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধুরভাবে তাঁদের মহিমা গান করছিলেন।

শ্লোক ২২

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্ ।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ২২ ॥

নিশা-মুখম্—রজনীর প্রারম্ভে; **মানয়ন্তৌ**—তাঁরা দু'জনে সমাদর করেছিলেন; **উদিত**—উদিত; **উড়ুপ**—চন্দ্রের; **তারকম্**—এবং নক্ষত্রসমূহের; **মল্লিকা**—মল্লিকা ফুলের; **গন্ধ**—গন্ধে; **মত্ত**—প্রমত্ত; **অলি**—ভ্রমরেরা; **জুষ্টম্**—অনুরূপ; **কুমুদ**—পদ্ম; **বায়ুনা**—বায়ু।

অনুবাদ

সেই দুই প্রভু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের উদয়ের দ্বারা প্রারম্ভিত রজনীর, পদ্মগন্ধময় বায়ু ও মল্লিকা কুসুমের গন্ধে প্রমত্ত অলিকুলের সমাদর করলেন।

শ্লোক ২৩

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥ ২৩ ॥

জগতুঃ—তাঁরা গান করলেন; **সর্বভূতানাম্**—সকল জীবের; **মনঃ**—মন; **শ্রবণ**—ও কানের; **মঙ্গলম্**—সুখপ্রদ; **তৌ**—তাঁদের দুজনে; **কল্পয়ন্তৌ**—সৃষ্টি করে; **যুগপৎ**—একই সঙ্গে; **স্বর**—স্বর; **মণ্ডল**—সমুদয়; **মূর্চ্ছিতম্**—মূর্ছনা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম সকল জীবের মন ও শ্রবণের সুখাবহ যুগপৎ সমস্ত স্বর মূর্ছনা সৃষ্টি করে গান করলেন।

শ্লোক ২৪

গোপ্যস্তদ্‌গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥ ২৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তৎ**—তাঁদের; **গীতম্**—গান; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মূর্চ্ছিতাঃ**—অভিভূত হয়ে; **ন অবিদন্**—সচেতন ছিলেন না; **নৃপ**—হে রাজন;

স্রংসৎ—স্খলিত; দুকূলম্—তাঁদের সুন্দর বসন সমূহ; আত্মানম্—তাঁরা নিজেরা; স্রস্ত—অবিন্যস্ত হয়েছিল; কেশ—তাঁদের চুল; স্রজম্—মালাসমূহ; ততঃ—সেখান থেকে (স্খলিত)।

অনুবাদ

গোপীগণ সেই গান শ্রবণ করে অভিভূত হয়েছিলেন। হে রাজন, তাঁরা লক্ষ্যও করেননি যে, তাঁদের সুন্দর বসনসমূহ স্খলিত ও তাঁদের কেশ ও মালাসমূহ অবিন্যস্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; বিক্রীড়তোঃ—যখন তাঁরা খেলা করছিলেন; স্বৈরম্—তাঁদের ইচ্ছানুসারে; গায়তোঃ—গান করে; সম্প্রমত্ত—প্রমত্ত হয়ে; বৎ—যেন; শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়; ইতি—এইভাবে; খ্যাতঃ—নামক; ধন-দ—কুবেরের; অনুচরঃ—একজন ভৃত্য; অভ্যগাৎ—উপস্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যখন এইভাবে তাঁদের আপন মধুর ইচ্ছায় খেলা করছিলেন এবং প্রমত্ত হয়ে গান করছিলেন, তখন শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্ ।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৬ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুজনেই; নিরীক্ষতোঃ—লক্ষ্য করছিলেন; রাজন্—হে রাজন; তৎ-নাথম্—তাঁদের নাথ স্বরূপ; প্রমদা-জনম্—সমবেত নারীগণ; ক্রোশন্তম্—রোদন করছিলেন; কালয়াম্ আস—সে চালিত করছিল; দিশি—দিকে; উদীচ্যাম্—উত্তর; অশঙ্কিতঃ—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, এমন কি প্রভুদ্বয় তাকে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও শঙ্খচূড় ধৃষ্টতার সঙ্গে নারীগণকে উত্তর দিকে পরিচালিত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের আশ্রিত সেই অবলাগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের উদ্দেশে রোদন করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শঙ্খচূড় দানব সুন্দরী কন্যাদের কাছে এসে এক বিশাল দণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের ভয় পাইয়ে উত্তর দিকে পরিচালিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে তাদের স্পর্শ করেনি, যা পরবর্তী শ্লোকে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্ ।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

ক্রোশন্তম্—ক্রন্দন; **কৃষ্ণ রাম ইতি**—"কৃষ্ণ! রাম!"; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **স্ব-পরিগ্রহম্**—তাঁদের ভক্তগণকে; **যথা**—যেমন; **গাঃ**—গাভীরা; **দস্যুনা**—চোর দ্বারা; **গ্রস্তাঃ**—অপহৃত হয়; **ভ্রাতরৌ**—ভ্রাতৃদ্বয়; **অন্বধাবতাম্**—পশ্চাতে ধাবিত হলেন।

অনুবাদ

তাঁদের ভক্তগণের "হে কৃষ্ণ! হে রাম!" ক্রন্দন শ্রবণ করে এবং চোর যেভাবে গাভীদের অপহরণ করে, তাদের সেই অবস্থা দেখে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই দানবের পশ্চাৎ ধাবন করলেন।

শ্লোক ২৮

মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ ।
আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥ ২৮ ॥

মা ভৈষ্ট—ভয় পেয়ো না; **ইতি**—এইভাবে বলতে বলতে; **অভয়**—অভয়; **আরাবৌ**—বাণী; **শাল**—শাল বৃক্ষ; **হস্তৌ**—তাঁদের হাতে নিয়ে; **তরস্বিনৌ**—দ্রুতবেগে; **আসেদতুঃ**—তাঁরা পশ্চাদ্ধাবন করলেন; **তম্**—সেই দানবের; **তরসা**—শীঘ্রই; **ত্বরিতম্**—যে দ্রুতবেগে চলছিল; **গুহ্যক**—যক্ষের; **অধমম্**—নীচতম।

অনুবাদ

উত্তর দান করে ভগবান বললেন, "ভয় পেয়ো না!" এরপর তাঁরা শাল বৃক্ষের গুঁড়ি তুলে নিয়ে দ্রুত পলায়নপর গুহ্যকাধমের পশ্চাতে মহাবেগে ধাবিত হলেন।

শ্লোক ২৯

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যু ইবোদ্বিজন্ ।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥ ২৯ ॥

সঃ—সে, শঙ্খচূড়; বীক্ষ্য—দর্শন করে; তৌ—দুই; অনুপ্রাপ্তৌ—আসতে দেখে; কাল-মৃত্যু—কাল ও মৃত্যু; ইব—মতো; উদ্বিজন্—উদ্বিগ্ন হল; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; স্ত্রীজনম্—স্ত্রীগণকে; মূঢ়ঃ—বিভ্রান্ত; প্রাদ্রবৎ—পলায়ন করল; জীবিত—তার প্রাণ; ইচ্ছয়া—রক্ষার কামনায়।

অনুবাদ

শঙ্খচূড় যখন দেখল যে, তাঁরা দুজন তার দিকে কালান্তক মৃত্যুর মতো আসছেন, তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত হয়ে সে মহিলাদের পরিত্যাগ করে তার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করল।

শ্লোক ৩০

তমন্বধাবদ্ গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি ।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥ ৩০ ॥

তম্—তার পশ্চাতে; অন্বধাবত—ধাবিত হলেন; গোবিন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; সঃ—সে; ধাবতি—ধাবিত হচ্ছিল; জিহীর্ষুঃ—অপহরণের ইচ্ছায়; তৎ—তার; শিরঃ—মাথার উপরে; রত্নম্—রত্ন; তস্থৌ—অবস্থান করলেন; রক্ষন্—রক্ষার্থে; স্ত্রীয়ঃ—মহিলাদের; বলঃ—শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

দানবটি যেখানে যেখানে ধাবমান হচ্ছিল, শ্রীগোবিন্দ তার শিরোরত্নটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সেখানেই তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীবলরাম মহিলাদের রক্ষার জন্য সেখানেই অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাড়িত হয়ে মহিলারা পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন আর তাই শ্রীবলরাম, তাঁরা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দানবটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

শ্লোক ৩১

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥ ৩১ ॥

অবিদূর—নিকটস্থ; ইব—যেন; অভ্যেত্য—ধরে ফেললেন; শিরঃ—মস্তক; তস্য—তার; দুরাত্মনঃ—অসৎ; জহার—ছিন্ন করলেন; মুষ্টিনা—তাঁর মুষ্টির দ্বারা; এব—কেবল; অঙ্গ—হে রাজন; সহ—সহ; চূড়া-মণিম্—শিরোরত্ন; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন, বিভু ভগবান অনেক দূর থেকেই শঙ্খচূড়কে ধরে ফেললেন, যেন মনে হল কাছ থেকেই ধরেছেন আর তখন তাঁর মুষ্টির আঘাতে ভগবান সেই অসৎ দানবের মস্তক তার শিরোরত্ন সহ ছেদন করলেন।

শ্লোক ৩২

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্ ।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাম্ চ যোষিতাম্ ॥ ৩২ ॥

শঙ্খচূড়ম্—দানব শঙ্খচূড়; **নিহত্য**—বধ করে; **এবম্**—এইভাবে; **মণিম্**—রত্ন; **আদায়**—গ্রহণ করে; **ভাস্বরম্**—দীপ্তিময়; **অগ্রজায়**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে (শ্রীবলরাম); **অদদাৎ**—প্রদান করলেন; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **পশ্যন্তীনাম্**—দর্শনকারী; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—মহিলারা।

অনুবাদ

গোপীগণ দর্শন করলেন যে, এইভাবে দানব শঙ্খচূড়কে বধ করে ও তার দীপ্তিময় মণি গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁর অগ্রজকে তা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন গোপীগণ সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, গোবিন্দ তাঁদের কোন একজনকে মূল্যবান রত্নটি প্রদান করবেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে রত্নটি প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নন্দ-মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ' নামক চতুস্ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।